দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 27 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...২...

ঢাবির সমাজবিজ্ঞান বিভাগে দলীয় বিবেচনায় অযোগ্যদের পদোন্নতি

মোবারক হোসাইন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান বিভাগে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে দলীয় বিবেচনায় অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। অপ্রকাশিত ও মানহীন প্রকাশনা দিয়ে করা হয়েছে অযোগ্য প্রার্থীর যোগ্যতা প্রমাণের চেষ্টা। নিয়ম নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সর্বোচ্চ যোগ্যতা থাকার পরেও বঞ্চিত করা হয়েছে ভিন্ন মতের প্রার্থীদের। এদিকে প্রশাসনের এই দলীয় পদোন্নতির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করেছেন বঞ্চিত প্রার্থীদের একজন। মামলাটি হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। আগামী সিনেট নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামীপন্থী নীল দলের ভোট বৃদ্ধির জন্য একতরফা এ দলীয়করণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

জানা যায়, পদ পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ১০ জন সহযোগী অধ্যাপক আবেদন করেন। আবেদনকারীরা হলেন, মিসেস সালমা আক্তার, ড. ফাতেমা রেজিনা পারভীন, ড. শাহ এহসান হাবীব, ড. সালমা বেগম, ড. এ কে এম জামাল উদ্দীন, ড. মাহমুদা খাতুন, ড. জিয়াউর রহমান, ড. মো. সাখাওয়াত হোসেন, ড. মো. মশিউর রহমান ও ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম।

আবেদনকারীদের আবেদনপত্র যাচাইয়ের জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। প্রশাসনের ইঙ্গিতে দীর্ঘদিন ধরে আবেদন ঝুলে থাকলেও সিলেকশন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু গত ৩০ এপ্রিল সিন্ডিকেট মিটিংয়ের দুই ঘণ্টা আগে সিলেকশন বোর্ডের চার সদস্যের অনুপস্থিতির সুযোগে তড়িঘড়ি করে মিটিং ডাকে সিলেকশন বোর্ডের আওয়ামীপন্থী সদস্যরা। সভায় বিএনপিপন্থী দুই প্রার্থী ড. সালমা বেগম ও ড. মো. জাহাঙ্গীর আলমকে বাদ দিয়ে আওয়ামীপন্থী আট জনকে পদোন্নতির জন্য সিদ্ধান্ত নেয় বোর্ড। এছাড়া আওয়ামীপন্থী যে কয়েকজনকে বাছাই করা হয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রেও দলের একনিষ্ঠ কর্মী বিবেচনায় জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে জুনিয়রদেরকে প্রথম সারিতে রাখা হয়।

হাইকোর্টে মামলা

অনুসন্ধানে জানা যায়, বিভাগে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে তা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়েছে। ৮ জনের মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক পদের ৭ম অবস্থানে থাকা জিয়াউর রহমানকে পদ পুনর্বিন্যাসে অধ্যাপক পদের প্রথমে রাখা হয়। যা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৬ সালের ডিনস কমিটিতে পাশ হওয়া জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণে নিয়মের চরম লঙ্ঘন। ওই নিয়ম অনুসারে সালমা আক্তারকে প্রথম করার কথা থাকলেও তাকে করা হয় ৮ম। অথচ সালমা আক্তার জিয়াউর রহমানের চেয়ে সাত বছরের সিনিয়র। প্রশাসনের এ দলীয়করণ ও নির্লজ্জতার প্রতিবাদ জানিয়ে সালমা আক্তার বলেন, প্রমোশন পাওয়ার পর মানুষ হ্যাপী শব্দ উচ্চারণ করলেও আমি করতে পারছি না। যারা আমার ছাত্রের সমান তাদেরকে প্রথম সারিতে রেখে মূলত আমাদের হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

এছাড়া ড. ফাতেমা রেজিনা পারভীনকে দ্বিতীয় অবস্থানে রাখার কথা থাকলেও তাকে চতুর্থ করে দ্বিতীয় করা হয়েছে ড. মাহমুদা খাতুনকে। অষ্টম অবস্থানে থাকা ড. মো. সাখাওয়াত হোসেনকে করা হয়েছে ৬ষ্ঠ। সহযোগী অধ্যাপক পদের সবচেয়ে জুনিয়র ড. মো. মশিউর রহমানকে রাখা হয়েছে ৭ম অবস্থানে।

এদিকে সহযোগী অধ্যাপক পদে ৭ম অবস্থানে থাকা জিয়াউর রহমানকে প্রথম স্থানে রাখার বিষয়টি নিয়ে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ৮ অধ্যাপকের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। জিয়া রহমানের এ রাতারাতি পদোন্নতির কারণ অনুসন্ধানে জানা যায়, তিনি আওয়ামীপন্থী নীল দলের পক্ষ থেকে শিক্ষক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ফরিদউদ্দিনের আস্থাভাজন। অধ্যাপক হওয়ার জন্য জিয়াউর রহমানের যথেষ্ট যোগ্যতা নেই বলে জানান বিভাগের সিনিয়র শিক্ষকগণ। জানা যায়, পদ পুনর্বিন্যাসের নিয়ম অনুসারে অধ্যাপক হওয়ার জন্য প্রার্থীকে ১৫টি প্রকাশিত প্রকাশনা দেখাতে হয়। কিন্তু জিয়াউর রহমান ১৫টি প্রকাশনা দেখালেও এর মধ্যে ৭টিই প্রকাশিত হয়নি বলে জানা যায়। বিভিন্ন নথি থেকে জানা যায়, ৭টি অপ্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি আনা হয়েছে। এছাড়া যে দুইটি বইয়ের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোও এখনো প্রকাশিত হয়নি। এছাড়া বাকি প্রবন্ধগুলোও আন্ডার রিভিউ অবস্থায় রয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রকাশনায় তার একক কোন গবেষণা নেই। প্রতিটি প্রবন্ধে তৃতীয় ও চতুর্থ লেখক হিসেবে তার নাম উল্লেখ রয়েছে। প্রকাশিত কোন প্রবন্ধ ছাড়া জিয়াউর রহমানের পদোন্নতি ও প্রথম সারিতে থাকা খুবই হাস্যকর বলে মন্তব্য করেন সংশ্লিষ্টরা। এছাড়া মশিউর রহমান, ফাতেমা রেজিনা, সাখাওয়াত হোসেন ও মাহমুদা খাতুনের যোগ্যতা ও প্রবন্ধের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। মশিউর রহমান ও ফাতেমা রেজিনা যে কয়টি প্রবন্ধ উল্লেখ করেছেন তাতে তাদের একক কোন অবদান নেই। মশিউর রহমান তার ছোট ভাইয়ের প্রকাশনায় নিজের নাম যোগ করেছেন। যে কারণে তার ছোট ভাইকে লোক প্রশাসন বিভাগের সিলেকশন বোর্ড থেকে বাদ করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া মশিউর রহমান তার প্রবন্ধে যে তথ্য উপাত্ত ও সামগ্রী ব্যবহার করেছেন তার কোন সূত্র উল্লেখ করেন নি। অন্যদিকে, ফাতেমা রেজিনা বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ড. হাবিবুর রহমানের সাথে যৌথভাবে একটি লেখা প্রকাশ করেছেন। তার গবেষণা কর্ম এতটা কম মান সম্পন্ন যে তিনি পাঞ্জেরী প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত মাধ্যমিক শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের গাইডকে প্রকাশনা হিসেবে দেখিয়েছেন। এ আট জন প্রার্থীর মধ্যে সালমা আক্তার ও এহসান হাবীব ব্যতিত কোন প্রার্থীরই পূর্ণ যোগ্যতা নেই বলে জানা যায়।

এদিকে বঞ্চিত শিক্ষকগণ যাতে কোন ধরনের আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে না পারে সেজন্য তড়িঘড়ি করে ওই সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করা হয়। সিলেকশন সভার এ একতরফা সিদ্ধান্তের জোর প্রতিবাদ জানান সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর ড. তাজমেরী এস এ ইসলাম, ড. লুৎফুর রহমান, ড. মো. হাসানুজ্জামান, মো. মাহবুবুল আনোয়ার। তারা এই সিলেকশনকে টোটালি মেলাফাইড, ইন্টেনশনাল বলে মন্তব্য করে এই সুপারিশ বাতিলের আহ্বান জানান। কিন্তু সিন্ডিকেট সভাপতি ভিসি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এতে কর্ণপাত না করে এই সিদ্ধান্ত পাস করেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এ ধরনের একপেশে দলীয় পদোন্নতির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করেছেন বঞ্চিত প্রার্থী সালমা বেগম। মামলাটি হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে বলে জানা যায়।

এ বিষয়ে কথা বলতে ভিসি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সাথে বারবার চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।